দৈনিক

চবি ক্যাম্পাসের যত্রতত্র আবর্জনা

■ মোস্তফা রনি, চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনিয়ন্ত্রিতভাবে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এতে ক্যাম্পাসের পরিবেশ নোংরা হয়ে পড়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পোহাতে হচ্ছে মারাত্মক দুর্ভোগ। ক্যাম্পাসের কোথাও একটি ডাস্টবিন নেই, নেই বর্জ্য ফেলার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি স্থানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। এসব বন্ধে এবং একটি সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেই কোনো তৎপরতা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনের আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় ফেলা হচ্ছে আর্বজনা। যে কারণে শিক্ষার্থীরা রেলস্টেশনের আশেপাশে বসতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্জ্য ফেলার সুনির্দিষ্ট স্থান না থাকায় রাস্তার আশপাশ অত্যন্ত নোংরা হয়ে থাকে। ছাত্রদের হলের ক্যান্টিনের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে রাস্তার পাশে। এছাড়াও প্রত্যেকটি হলের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে হলগুলোর পেছনে। আবাসিক এলাকার লোকজন বসতবাড়ির খুব কাছাকাছি বর্জ্য ফেলে যা পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করে তুলেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হল, শিক্ষক কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার, কলোনি, দোকানপাট থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নিঃসৃত যাতে নষ্ট হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া হচ্ছে বিঘ্নিত।

সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ॥ ক্যাম্পাসে নেই কোনো ডাস্টবিন দুর্ভোগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভারয়নমেন্টাল সায়েন্সেস বিভাগের গবেষণায় জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাথাপিছু প্রতিদিন মোট ১৫০৯ কেজি বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এ উৎপাদিত বর্জ্যের ৪১৬.২০ কেজি (২৮%) পুনঃব্যবহার যোগ্য হলেও ১০৯২.৭৯ কেজি (৭২%) পুনঃব্যবহারের অযোগ্য। বর্জ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভারয়নমেন্টাল সায়েন্সেস বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. খালেদ মিসবাহুজ্জামান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্জ্য শোধনের নানারকম ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সে রকম কোনো ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে ফেলে। যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নান্দনিক পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, এসব বর্জ্য পানির সাথে মিশে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দেয় যা মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তবে প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা নিজেরা যদি আবর্জনা ফেলার বিষয়ে সচেতন হই তাহলে পরিবেশ সুন্দর হবে।

এ বিষয়ে আবাসিক এলাকার একাধিক শিক্ষক বলেন, বর্জ্য ফেলার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান না থাকায় যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে দুর্গন্ধ ও নানা প্রকার রোগ জীবাণু। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আর্বজনা ফেলার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ এবং সেগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করলে ক্যাম্পাসের পরিবেশ সুন্দর হয়ে উঠবে। এছাড়াও রাস্তার আশেপাশে ডাস্টবিন তৈরি করে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা যত্রতত্র আর ময়লা ফেলবে না বলে বলে তারা মনে করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আমরা এ বিষয়ে কয়েকটি মিটিং করেছি। কয়েক দিন পরপরই অনুষদগুলোর আশপাশ পরিষ্কার করাই। কিন্তু পরিচ্ছন্ন কর্মী কম থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জায়গা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তবে কিছু দিনের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং ময়লা ফেলার জন্য কিছু জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তবে ক্যাম্পাসের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও সচেতন হতে হবে।